গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর
বেসরকারি কলেজ শাখা
www.dshe.gov.bd
ঢাকা

স্মারক নম্বর: ৩৭.০২.০০০০.১০৫.২৭.০২০.১৯.৩০০

তারিখ: ১৪ আষাঢ় ১৪২৯
২৮ জুন ২০২২

বিষয়: **তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ।**

দুদক প্রধান কার্যালয়ের স্মারক নং ০০.০১.০০০০.৫০৩.২৬.১০১.২২-১৩৭৯১; ৫/৪/২২ মোতাবেক চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলাধীন সুলতানপুর গ্রামের জনাব মোঃ মোসলেম উদ্দীন চট্টগ্রাম জেলার রাউজান কলেজের কতিপয় বিষয় তদন্ত করার জন্য দুদকে আবেদন করেন। দুদক কার্যালয় অভিযোগটির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মাউশিতে প্রেরণ করেন।

অভিযোগের বর্ণনা: চট্টগ্রাম জেলার রাউজান কলেজকে জাতীয়করণ করা হয়। এর প্রেক্ষিতে ২০১৬ সালের ডিসেম্বরে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম বিভাগীয় অফিসের সম্মানিত পরিচালকের নেতৃত্বে একটি ৩ সদস্যের পরিদর্শন দল কলেজে উপস্থিত শিক্ষক কর্মচারীদের কাগজ পত্র যাচাই বাছাই করেন। পরে ২০১৯ সালের ১০ জুলাই ঢাকা শিক্ষা ভবনে সকল শিক্ষক কর্মচারীদের ফাইল তলব করে যাচাই বাছাই করা হয়। উক্ত দুইবার যাচাই-বাছাই কালে কয়েকজন শিক্ষকের তথ্য গাপেন করা হয়। যা পরিদর্শকরা গাপেন করেন, প্রথমত মাঃ সেলিম নেওয়াজ। চৌধুরী দুই বছর নয় মাস কলেজে অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি ২০০৮ সালে তত্তাবধায়ক সরকার কর্তৃক নির্বাচনের পরে আওয়ামী সরকার গঠন করলে জিবি (বি এন পি দ্বারা গঠিত) এর মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষার নাম করে ৩তিন) বছরের শিক্ষা ছুটি মঞ্জুর করে নেন। সে মাতোবেক তিনি বিগত ০৪/০২/২০০৯ইং তারিখ হতে ৩১/১০/২০১১ ইং তারিখ পর্যন্ত কলেজে অনুপস্থিত ছিলেন। তবে তিনি কোথায় এবং কি বিষয়ের উপর উচ্চতর ডিগ্রী পড়বেন তা কলেজকে অবহিত করেননি এবং কোন কাগজ পত্র জমাও দেননি। পরে নতুন জিবি গঠিত হলে তাকে তলব করা হয় এবং কলেজে কাগজপত্র জমা দিতে বলেন।লাকে মারফতে তিনি কিছু কাগজ পত্র পাঠান এবং জানান যে তিনি জাপানে একটি স্কুলে জাপানী ভাষা ও সংস্কৃতির উপর ডিগ্রি নিচ্ছেন। পরে জিবি তার। মন্তব্যে সন্তুষ্ট না হলে পর পর ৫(পাঁচ) বার শাকেজ করেন। কারণ সে ব্যবস্থাপনা বিষয়ের শিক্ষক। সে যদি উচ্চতর ডিগ্রী নিতে হয় ব্যবস্থাপনা বিষয়ের উপর নিতে হবে। অথচ তিনি জাপানি ভাষা শিখতে সেখানে গেছেন, এটা কোন উচ্চতর ডিগ্রী হতে পারে। । সত্যি হচ্ছে তিনি জাপানে চুক্তিভিত্তিক চাকরি করেছেন।যার প্রমান পাওয়া যাবে ব্যাংক হিসাব ও সম্পত্তির পরিমান থেকে। জাপান হতে দুই বছর নয় মাস পর দেশে এসে জিবিকে ম্যানেজ করে কলেজে যাগেদান করেন।তবে তিনি জাপানে দুই বছর নয়। মাস কি ডিগ্রি নিয়েছেন,কোথায় লেখাপড়া করেছেন তার কোন কাগজপত্র অদ্যাবধি কলেজে জমা দেননি। তিনি সম্পূর্ন অবৈধ। | ভাবে কলেজে চাকরি করে যাচ্ছেন। মূলত তিনি মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত রাজাকার সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরির রাজনৈতিক দল এন ডি পির ক্যাডার ছিলেন পরে এনডিপি, বি এন পি তে মিশে গেলে জনাব সেলিম নেওয়াজ চৌধুরী বি এন পি র ক্যাডার হয়ে যান। তাই ৯৯ সালে তিনি মূলত দেশ থেকে পালিয়ে যান উচ্চ ডিগ্রীর কথা বলে। এছাড়াও ২০১৭ সালের জানুয়ারীতে তিনি অধ্যক্ষ অসুস্থ থাকাকালীন সময়ে সিনিয়র হিসিবে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব নিয়ে। ২০১৭ থেকে তিনি নিজের ৩ বছরে বিনা বেতনে ছুটির ৮০০ টাকা করে ২টি মাটে ১৬০০ টাকা ইনক্রিমেন্ট বাড়িয়ে নেন কারাে। অজান্তেই, পরে জানাজানি হলে এটা বিভিন্ন ভাবে ধামাচাপা দেয়। বর্তমান পর্যন্ত তিনি ১৬০০ টাকা করে কলেজ থেকে বাড়তি নিচ্ছেন যা ২০১৬ সালের নভেম্বর ডিসেম্বর মাসের কলেজ প্রদত্ত বেতন বিল দেখলে বুঝা যাবে। দ্বিতীয়ত ২০১৬ সালের ডিসেম্বর মাসে রাউজান কলেজ জাতীয়করন করা হলে ১০ ডিসেম্বর থেকে

সকল প্রকার লেনদেন, নিয়াগে স্থগিত করা হয়। কিন্তু দেখা যায় ৮ ডিসেম্বর একই দিনে হিসাববিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ৪ জন করে মাটে আটজন (৮) শিক্ষক নিয়াগে দেয়া হয়।তবে এখানে লক্ষণীয় যে বিজ্ঞপ্তিটি আরা আগে দেয়া হলেও প্রতি বিষয়ে ২০-৩০ জন করে আবেদন। করে কিন্তু নিয়াগে পরীক্ষায় প্রতি বিষয়ে ৬ কে পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের জন্য ইন্টারভিউ কার্ড (প্রবেশ পত্র) প্রদান করা হয়। যারা সবাই স্বাধীনতা বিরাধী দলের সাথে যুক্ত। এখানে উল্লেখ্য যে কলেজে অধ্যক্ষ অসুস্থতার অজুহাতে সমগ্র পরীক্ষা পরিচালনা করেন সেলিম নেওয়াজ চৌধুরী ও তৎকালীন খন্ডকালীন শিক্ষক আতিক উল্লাহ চৌধুরী। ১০ ই ডিসেম্বর,২০১৬ হতে নিষেধাজ্ঞা। করায় ৮ ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখে একই দিনে লিখিত পরীক্ষা, মৌখিক পরীক্ষা, জিবির মিটিং, রেজুলেশন এবং একই দিন অর্থাৎ ৮ ডিসেম্বর, ২০১৬ যাগেদান দেখানা হয় যা অবাস্তব। বাংলাদেশের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কিংবা অন্যকোন ভিন্নধরনের প্রতিষ্ঠানেও একই দিনে এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে বলে প্রমাণ নেই। তাছাড়া ঐ দিন নিয়াগে পরীক্ষা হলেও জিবির মিটিং হয়নি। কিন্তু জিবির মিটিং হয়েছে মর্মে তাদের নিয়াগে দেয়া হয়, জিবির মিটিং এ সভাপতির স্বাক্ষর জাল করে দেখানা হয়েছে যা সভাপতির অন্যান্য স্বাক্ষরের সাথে মিলালে বুঝা যাবে। কারন সভাপতি অর্থাৎ এম পি ২০১৬ সালের ৮ ডিসেম্বর রাউজান ছিলেন। যা পুলিশের সি সি বই দেখলে প্রমান পাওয়া যাবে। কিন্তু যাগেদান দেখানা হয় ৮ ডিসেম্বর, ২০১৬ অর্থাৎ ১০ ডিসেম্বর। তারিখের নিয়োগে নিষেধাজ্ঞার পূর্বে। এ ব্যাপারে পরিদর্শন কারীদের কেউ একজন প্রশ্ন তুললে কলেজের জামায়াত সম্পর্কিত শিক্ষক জনাব নুরুল আব্বাস ও জনাব আতিক উল্লাহ চৌধুরী পরিদর্শন দলের একজন উপ পরিচালক জামায়াত সম্পর্কিত ড.গালোম মাউলাকে ম্যানেজ করে সেলিম নেওয়াজ চৌধুরীর ২ বছর ৯ মাস অনুপস্থিতি এবং হিসাববিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ৪ জন করে মাটে ৮ জন শিক্ষক নিয়াগের ঘটনা ধামাচাপা দেয়া হয়।

গনিত বিভাগের শিক্ষক জনাব সবুজ দাশকেও অবৈধভাবে নিয়াগে দেয়া হয়েছে। পত্রিকায় নিয়াগে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ ছিল একজন নেয়া হবে সে মাতোবেক নিয়াগে পরিক্ষায় প্যানেল গঠন করা হয়। সে প্যানেলে ১ম হয় আবুল মনসুর এবং ২য় হয় সবুজ দাশ। ১ম জন হিসেবে আবুল মনসুর যাগেদান করেন এবং দশ মাস চাকরি করার পর পদত্যাগ করেন এরপর আরা দুমাস পর প্যানেলে ২য় জন হিসেবে সবুজ দাশ আবুল মনসুরের শুন্য পদে যাগেদান করেন। যা সম্পূর্ন অবৈধ কারন বেসরকারি কলেজ শিক্ষক নিয়াগে নিয়মমাতোবেক কোন প্যানেল গঠন করলে তার কার্যকাল থাকে ৬ মাস, তাছাড়াও প্যানেল থেকে। একজন যাগেদান করারপর তার জায়গায় আরেকজন যাগেদান করার কোন সুযাগে নেই সুতরাং সবুজ দাশকে সম্পূর্ন অবৈধ। ভাবে নিয়াগে দেয়া হয়েছে। বর্তমানে কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ছাত্র ছাত্রী দের কাছ থেকে ভর্তি ও বিভিন্ন পরিক্ষার সময় কখন কখন আইডি কার্ড আবার। কখন অনলাইন ফি এর নাম করে বিনা রশিদে দুশত থেকে পাঁচশত টাকা করে আদায় করছেন যা কখন কলেজে হিসাব দেখানা হয়না।এবং অবশিষ্ট টাকাও কলেজ ফান্ডে জমা দেওয়া হয় না। বিনারশিদে টাকা গ্রহনের প্রমান ছাত্র ছাত্রী দের জিজ্ঞেস করলে। প্রকৃত তথ্য পাওয়া যাবে।টাকা গ্রহনে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ কে সহযাগিতা করেন জনাব নুরুল আব্বাস, জনাব আতিক উল্লাহ চৌধুরী, জনাব এসএম হাবিব উল্লাহ হিরু, কম্পিউটার অপারেটর জনাব এনামুল হক। রাউজান কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রী ও এলাকার জনগণ মনে করেন এ ব্যাপারে আরা অধিকতর তদন্ত হওয়া দরকার এবং দাষীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়াজেন। তা নাহলে এ কলেজ সরকারি হলে তারা যদি শিক্ষক হয় তা হলে। কলেজের যথেষ্ট ক্ষতি এবং ছাত্র ছাত্রীদের শিক্ষা জীবন হুমকির মুখে পড়বে। এখন থেকে এ ব্যাপারে তড়িৎ ব্যাবস্থা না নিলে ভবিষ্যতে আরা খারাপ হবে এবং দুর্নীতিবাজরা আরা প্রশ্রয় পাবে।

এমতাবস্থায়, বর্ণিত বিষয়টি ১০ কর্ম দিবসের মধ্যে সরেজমিনে তদন্ত পূর্বক সুস্পষ্ট মতামত সহ প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য পরিচালক ও সহকারী পরিচালক (কলেজ), মাউশি, আঞ্চলিক কার্যালয়, চট্টগ্রামকে নির্দেশক্রমে দায়িত্ব প্রদান করা হলো।

২৮-৬-২০২২
মোঃ আবদুল কাদের

সহকারী পরিচালক

বিতরণ :

১) পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা চট্টগ্রাম অঞ্চল,
চট্টগ্রাম

২) সহকারী পরিচালক (কলেজ), কলেজ শাখা, মাধ্যমিক
ও উচ্চ শিক্ষা চট্টগ্রাম অঞ্চল, চট্টগ্রাম

স্মারক নম্বর: ৩৭.০২.০০০০.১০৫.২৭.০২০.১৯.৩০০/১(৩)

তারিখ: ১৪ আষাঢ়.১৪২৯
২৮ জুন ২০২২

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) পরিচালক, পরিচালক (দৈনিক ও সাম্প্রতিক অভিযোগ সেল), দুর্নীতি দমন কমিশন

২) অধ্যক্ষ, রাউজান কলেজ, চট্টগ্রাম।

৩) মোঃ মুসলিম উদ্দিন, গ্রাম- সুলতানপুর, রাউজান, চট্টগ্রাম।

২৮-৬-২০২২
মোঃ আবদুল কাদের
সহকারী পরিচালক